AUG 29 2002

ঢাকা ভার্সিটি বন্ধ ঘোষণায় নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড়

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

আকস্মিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৭ শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও ছাত্র সংগঠন। তারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে।

ঢাবির ১২৭ শিক্ষক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৭ জন শিক্ষক অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার এবং ভিসি, প্রক্টর ও অন্যান্য দায়ী কর্মকর্তাদের পদত্যাগ দাবি করেছেন।

গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে তারা বলেন, ছাত্রছাত্রীরা হলগুলোকে সন্ত্রাসী-বহিরাগতমুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির দাবি জানিয়ে তাদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এ সময় গভীর রাতে সিন্ডিকেটকে পাশ কাটিয়ে ভিসির একক সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ায় বিবৃতিদানকারীরা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। তারা এ সিদ্ধান্তের নিন্দা জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, গবেষণাগার এবং হলে পুলিশ-বিডিআর দিয়ে অবরুদ্ধ করে তাদের ছত্রছায়ায় পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে সরকারি সন্ত্রাসীদের আস্তানা বানিয়ে, ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের লেখাপড়া,

নিন্দা : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

নিন্দা : প্রতিবাদ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গবেষণা, একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা নিন্দনীয়।

শিক্ষকরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একের পর এক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবিরোধী পদক্ষেপ এবং ঘটনা সম্পর্কে নির্জলা মিথ্যাচার করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোঃ শাহাদাত আলী, অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশিদ, অধ্যাপক হারুনুর রশিদ, অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক ও অধ্যাপক তোফায়েল আহমদ চৌধুরী।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন : গতকাল ফেডারেশনের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সামরিক-স্বৈরাচারী সরকারের পদাংক অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল বন্ধের সিদ্ধান্তে ছাত্রী হলে হামলার লজ্জাজনক অধ্যায়ের আরও বিস্তার ঘটবে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি : সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন।

শিক্ষকদের সভা : বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ এবং বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির এক সভায় মধ্যরাতে ছাত্রী হলে হামলাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও ভব্যতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ড হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সভায় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ভিসি, প্রোভিসি ও প্রক্টরকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনে বিরত থাকার নির্দেশদানের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়।

অধ্যাপক শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে অধ্যক্ষ রাজিয়া হোসাইন, অধ্যক্ষ চৌধুরী সাহিদ হোসেন, অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন ও অধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ পাঠান অংশ নেন।

ওয়ার্কার্স পার্টি : বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার মতো কোন ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের দিক দিয়ে ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের নিরাপত্তার যে কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তারও কোন যৌক্তিকতা নেই। নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত বাতিল করে অবিলম্বে উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ এবং ছাত্রী হলে নির্যাতন ও গ্রেফতারের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল : সাধারণ সম্পাদক নির্মল সেন স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে উপাচার্য-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করা হয়।

গণফোরাম : দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

সমব্যথী নারী সমাজ : গতকাল বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাব-হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহের গেটে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে নারী সমাজ বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। সমাবেশে সাবেক এমপি তহুরা আলী, সাগুফ্তা ইয়াসমিন এমিলী, মেহের আফরোজ চুমকি, রাশিদা মহিউদ্দীন, শাহীন মোনায়ার হক, ফরিদুন্নাহার লাইলী, নিলুফার বানু, ভারতী নন্দী, খালেদা আক্তার জাহান, মাবুব আরা গিনি, পারভীন সুলতানা ও স্মৃতিকণা দাস বক্তৃতা করেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন : দলীয় আমীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতির হাতিয়ার বানিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কলংকিত না করার জন্য সব রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি চর্চা বন্ধ না হলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কখনোই ফিরে আসবে না।

গতকাল এক বিবৃতিতে চরমোনাইর পীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলা, নিরীহ ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি পাশ কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে আরও বলেন, যখন যে সরকারই ক্ষমতায় আসে তারাই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দিকে না তাকিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে দলীয় মদদপুষ্ট ব্যক্তিদের উপাচার্যসহ বড় বড় পদে আসীন করেছে।

শাবি শিক্ষক সমিতি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে রাতের অন্ধকারে নিরীহ ছাত্রীদের ওপর পুলিশের নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ড. মোঃ ইউনুস ও সাধারণ সম্পাদক ড. কবির হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা। শাবি শিক্ষক সমিতি এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে।

সিলেটের এমসি কলেজের ১০১ জন ছাত্রছাত্রী এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাবিতে সংঘটিত এ ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

গাজীপুর : যুগান্তর প্রতিনিধি জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির ঘটনায় গতকাল রোববার গাজীপুরের ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি কলেজ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র সংসদের ভিপি আফজাল হোসেন সরকার রিপন, জিএস বারিউল সিদ্দিকী, আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।